পিকেএসএফ পরিক্রমা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি: ◤ কার্তিক-পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ফুল চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ও RECP চর্চা রপ্ত করে অধিক লাভের মুখ দেখছেন যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার রেশমা খাতুন। বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৬

আলোকচিত্রী: জুবায়ের বিন ইকবাল

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ facebook.com/pksf.org.bd

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদে যুক্ত হলেন ড. মোস্তফা কে. মুজেরী ও ড. এনামুল হক

ড. মোস্তফা কে. মুজেরী

অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হক পিএইচডি

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে. মুজেরী এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হক, পিএইচডি। তারা সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে মেয়াদ সম্পন্ন করা মোঃ রইছউল আলম মন্ডল ও ড. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

বিগত ২৮ ডিসেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ পিকেএসএফ-এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ তথ্য জানানো হয়। এ সভায় পিকেএসএফ-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। এর আগে পূর্বাহ্নে, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ২৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দু'টি সভাতেই ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, পর্ষদ সদস্য ড. সহিদ আকতার হোসাইন, নূরুন নাহার, ফারজানা চৌধুরী, প্রফেসর ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম এবং লীলা রশিদ, পিএইচডি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, সাধারণ পর্ষদের সভায় সকল পর্ষদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভা দু'টিতে স্বল্প আয়ের মানুষের শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা হয় এবং দক্ষতা ও উদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমের তহবিল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশে পিকেএসএফ-এর বিশেষ উদ্যোগ

বিগত ২৮ অক্টোবর পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ২৬২তম সভায় কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. সহিদ আকতার হোসাইন, নূরুন নাহার, ফারজানা চৌধুরী, ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, লীলা রশিদ এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। সভায় জানানো হয় যে, দেশের মোট কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য অংশ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে হলেও জাতীয় অর্থনীতিতে এসব শিল্পের অবদান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। ব্যাপক সম্ভাবনাময় এ খাতের প্রসারে চলতি অর্থবছরে পিকেএসএফ মোট ৪,৭৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এ অর্থের সাথে নিজস্ব তহবিল ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিল যোগ করে সহযোগী সংস্থাগুলো প্রায় ৯০,০০০ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩০ জেলায় ৫.৮০ লক্ষ নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই পিট সংবলিত টয়লেট নির্মাণ

পিকেএসএফ-এর 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩০ জেলায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই পিট সংবলিত টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ সময় ১ লক্ষ ১৪ হাজার বাড়িতে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাও স্থাপন করা হয়েছে। ১৬ অক্টোবর পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত প্রকল্পটির চতুর্থ বার্ষিক সমন্বয় সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং তৎকালীন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন। অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন স্পেশালিস্ট রোকেয়া আহমেদ, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল মতীন বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য পাওয়ায় ৩০টি সহযোগী সংস্থার ১০৪টি শাখাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া, উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে সুচিন্তিত ও গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন টয়লেট ব্যবহারের ব্যাপক ঘাটতি পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি'র ৬নং অভীষ্ট (বিশুদ্ধ, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন) পূরণে ২০২১ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার পিকেএসএফ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিশেষায়িত এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দেশের ৮ বিভাগের ৩০ জেলার ১৮২ উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন বিষয়ে ১৬ নভেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া রিজিওনের ওয়াটার প্র্যাকটিস ম্যানেজার জোসেস মুগাবি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সাথে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পিকেএসএফ-এর ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

প্রতিষ্ঠার ৩৫ বছর পূর্ণ করলো পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। এ উপলক্ষ্যে, ১৩ নভেম্বর ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনাড়ম্বরভাবে 'পিকেএসএফ দিবস ২০২৫' উদ্‌যাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

জাকির আহমেদ খান বলেন, সাড়ে তিন দশকের পথচলায় পিকেএসএফ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছে। পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বাতিঘর হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, সময়ের প্রয়োজনে সম্প্রতি পিকেএসএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ঝুঁকি হ্রাস, ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ কৌশলগত পরিকল্পনা মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি নতুন করে শপথ নেয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জাকির আহমেদ খান বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, সহযোগী সংস্থা, মাঠ পর্যায়ের সদস্যসহ পিকেএসএফ-এর সকল অংশীজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া, তিনি পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

স্বাগত বক্তব্যে মোঃ ফজলুল কাদের পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেন, সম্পূর্ণ দেশজ ধারণার ওপর ভিত্তি করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পরামর্শ বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা করে। গত ৩৫ বছরে পিকেএসএফ পুঁজি, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে নানাবিধ কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। তিনি আরও বলেন, "বিশ্বব্যাংকের মতে, আমরা ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নকারী বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং অ্যাডাপটেশন ফান্ড আমাদেরকে জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা আমাদের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও সুশাসন চর্চারই স্বীকৃতি। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট আমাদের ভাবমূর্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল।"

তিনি বলেন, পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ দিকনির্দেশনায় সম্প্রতি পিকেএসএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। "এ বছরের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান অনাড়ম্বরভাবে পালন করা হলেও এর তাৎপর্য অনেক বেশি। আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরুর বছর এটি। এ পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন শেষে ২০৩০ সালে আড়ম্বরপূর্ণ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করবো বলে আমরা আশাবাদী।"

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মোঃ মশিয়ার রহমান, মুহম্মদ হাসান খালেদ ও ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। এছাড়া, 'আমাদের অঙ্গীকার' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় পিকেএসএফ-এর সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন। এর আগে, পায়রা উড়ানো ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়।

পিকেএসএফ বর্তমানে সারাদেশে দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২ কোটিরও বেশি নিম্ন আয়ের পরিবারকে বহুমুখী আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা আড়াই কোটিতে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে পিকেএসএফ-এর।

নিরাপদ বসবাসযোগ্য পরিবেশ গড়তে কমিউনিটিভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধের ওপর গুরুত্বারোপ

বাংলাদেশে অপরাধের মাত্রা কমাতে প্রচলিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিউনিটিভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধ কৌশলকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। নজরদারি বৃদ্ধি এবং অপরাধ সংঘটনের সুযোগ কমিয়ে আনে, এমন ধরনের নগর নকশা করার মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধ আরও কার্যকর করা সম্ভব। নিরাপদ বসবাস গড়ে তুলতে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা, অপরাধের দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গত ২ ডিসেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত 'Building Resilient Communities and Improving Living Environment in Bangladesh' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা এমন অভিমত ব্যক্ত করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে জাপানের কাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. তোমো ওকুবো ও ড. শিহো তানাকা এবং রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. নাওনরি কুসাকাবে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধ শিক্ষা ও কমিউনিটি সাপোর্ট মডেল নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া এআইইউবি-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. বি. এম. সাজ্জাদ হোসেন, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা বাস্তব-এর নির্বাহী পরিচালক রুহি দাস, সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাইম হুদা, টিএমএসএস-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক মোঃ সোহরাব আলী খান এবং আরডিআরএস-বাংলাদেশ-এর পরিচালক তারিক সাইদ হারুন সেমিনারে বক্তব্য দেন। বক্তারা বলেন, অপরাধ 'মানুষের কারণে' নয় বরং 'পরিবেশগত কারণে' বেশি ঘটে—এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে কমিউনিটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সেমিনারে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেমিনারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'মিইমাই' অপরাধ প্রতিরোধ অ্যাপ উপস্থাপন। এ অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকরা নিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করতে, তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য দিতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ এড়িয়ে চলার পথ নির্বাচন করতে পারেন।

পিকেএসএফ ও ইফাদ-এর যৌথ উদ্যোগে ঠাকুরগাঁওয়ে ভ্যালু চেইন এক্সপো-২০২৫ অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত নিরাপদ ও মানসম্মত পণ্যের প্রসারে ঠাকুরগাঁওয়ের ইকো পাঠশালা মাঠে বিগত ১২ ডিসেম্বর 'ভ্যালু চেইন এক্সপো-২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়।

ইফাদ এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইফাদ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালান্টাইন আচাঞ্চো বলেন, "আজ ঠাকুরগাঁওয়ে আপনারা যা দেখছেন তা দূরদৃষ্টি, অংশীদারত্ব এবং অধ্যবসায়ের ফল। এটি প্রমাণ করে, যখন অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বাজারের সুযোগগুলিকে একত্রিত করা হয়, তখন গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। আমি আজ এখানে উপস্থিত উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করতে চাই। আপনাদের দৃঢ় সংকল্প, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের ইচ্ছা বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি এবং টেকসই উন্নয়নের প্রকৃত চালিকাশক্তি।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব পরিমল সরকার বলেন, উৎপাদিত পণ্যের মান, বিপণন ও বাজারজাতকরণে ঘাটতির কারণে অনেক উদ্যোক্তা টিকে থাকতে পারেন না। সম্ভাবনাময় এ খাতকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিতে পারলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

ইফাদের প্রাইভেট সেক্টর ইউনিটের বিশেষজ্ঞ লরনা গ্রেস বলেন, "সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণ এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্পর্ক উন্নয়নই ভ্যালু চেইন কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও টেকসই করবে।"

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তিনি বলেন, "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যাতে এসব উদ্যোগ একদিন বড় উদ্যোগে পরিণত হতে পারে।"

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক তানভীর সুলতানা এবং মোঃ হাবিবুর রহমান, যিনি আরএমটিপি প্রকল্পের সমন্বয়কারীর দায়িত্বও পালন করেন।

'ভ্যালু চেইন এক্সপো-২০২৫'-এ ৩৬টি স্টলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বৈচিত্র্যময় পণ্যসমূহ বৃহত্তর পরিসরে উপস্থাপনের জন্য প্রদর্শিত হয়।

RAISE প্রকল্পে অতিরিক্ত ১৫০.৭৫ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

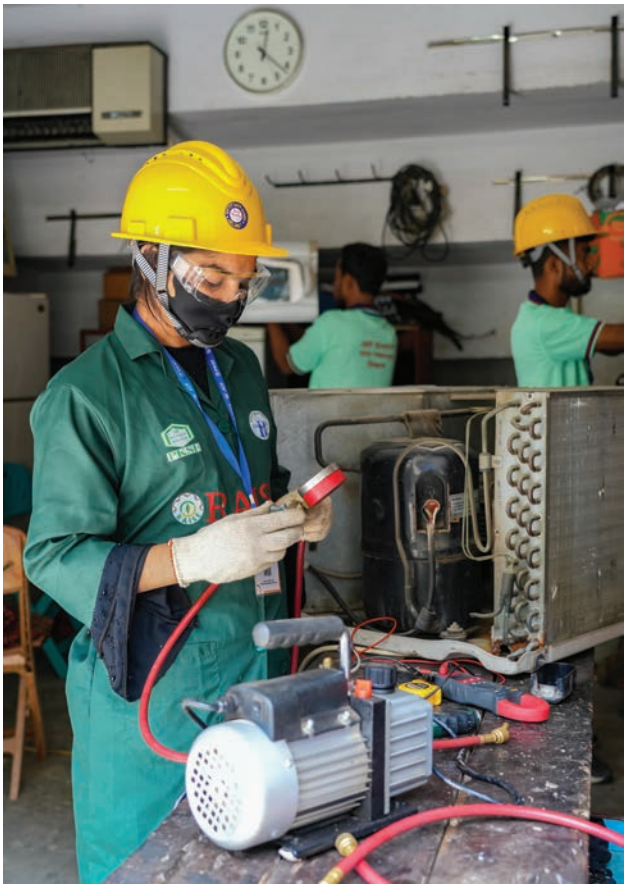

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডে প্রশিক্ষণরত একজন তরুণী

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত অর্থায়ন হিসেবে ১৫০.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে এ প্রকল্পের মোট অর্থায়নের পরিমাণ হলো ৫৩৫.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ডিসেম্বর ২০৩০-এ সমাপ্য এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাগুলো থেকে ২৩৪.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কো-ফাইন্যান্সিং ও প্যারালাল ফাইন্যান্সিং করা হবে। বিদ্যমান প্রকল্পে শহর ও শহরতলি এলাকার স্থলে অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হবে যার মধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, চর, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলের তরুণসহ প্রায় ১.৮০ লক্ষাধিক মানুষ সরাসরি এবং আরও ৪-৫ গুণ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন।

এ উদ্যোগের আওতায় বেকার তরুণ ও অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হোম-বেইজড চাইল্ড কেয়ার উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বিকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।

RAISE প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫%

বিশ্বব্যাংকের এক সাম্প্রতিক গবেষণায় পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের চমকপ্রদ সাফল্যের চিত্র উঠে এসেছে। ইকোনমিস্ট ঐশ্বর্য পাটিলের উপস্থাপনা অনুযায়ী, প্রকল্পভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের মাসিক গড় আয় ৪৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪,৩৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা অনুরূপ অনানুষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের গড় আয়ের (৩৯,৩৪৯ টাকা) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। অধিকাংশ উদ্যোক্তা ব্যবসায়িক বৈচিত্র্য আনয়ন, উন্নত বাজার বিশ্লেষণ এবং পেশাদার আর্থিক ব্যবস্থাপনায় (বাজেট ও হিসাবরক্ষণ) উল্লেখযোগ্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। বর্তমানে প্রকল্পটি ৭৩,০০০ তরুণকে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ৯৬,০০০ উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান করছে।

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

প্রকল্পের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুসংহত করতে গত ১৮ ডিসেম্বর ৮৯টি সহযোগী সংস্থার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ নির্ভুল ও সময়োপযোগী আর্থিক প্রতিবেদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালায় বাজেট ভ্যারিয়েন্স, ভ্যাট-ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স এবং নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কারিগরি সেশন পরিচালনা করা হয়। মাঠপর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের ওপর ভিত্তি করে আয়োজিত কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব প্রয়োগযোগ্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করেছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আহসান কবীর এবং উপ-সচিব মুহাম্মদ আমিন শরীফ ১০ ও ১১ নভেম্বর বরিশাল ও বরগুনায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সফরে তারা সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা, কারসা ফাউন্ডেশন, সংগ্রাম ও বিডিএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'RAISE', 'RMTP' এবং 'অগ্রসর' কর্মসূচির মাঠপর্যায়ের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন।

অতিথিবৃন্দ RAISE প্রকল্পের 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণোত্তর কর্মসংস্থান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং তরুণদের সাথে মতবিনিময় করেন। RAISE প্রকল্পের মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনদের পিকেএসএফ হতে আনুষ্ঠানিক সনদায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন মোঃ আহসান কবীর। এছাড়া, তারা ২৫ জন উদ্যোক্তার উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। সফরকালে পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে মৎস্যচাষের উদ্ভাবনী প্রযুক্তি (IoT-based Aeration System) দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের ওপর সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ শেষে বর্তমানে যারা মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে যুক্ত, তাদের ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে RAISE প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়মিত পরামর্শ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। পরিদর্শনে তাদের সঙ্গে ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। উল্লেখ্য, তরুণদের সক্ষমতা বাড়াতে RAISE প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ১.৭৫ লক্ষ ব্যক্তি থেকে বাড়িয়ে ২.২৫ লক্ষ এবং সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ৭০ থেকে বাড়িয়ে ৮৯-এ উন্নীত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণোত্তর কর্মসংস্থান কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ফুল চাষে রেশমা খাতুনের সফলতা

নিজ ক্ষেতে ফেরোমন ট্র্যাপ পর্যবেক্ষণ করছেন রেশমা খাতুন

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার হাড়িয়া গ্রামের যে দিকেই তাকানো যায়, নজরে আসে চোখ জুড়ানো ফুলের মাঠ। তবু ফুল চাষীদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে রয়েছে গোলাপ, গাঁদা, জারবেরা, চন্দ্রমল্লিকাসহ কতো বাহারি ফুলের সমাহার! তবুও মৌসুম শেষে লাভ-ক্ষতির হিসেব মেলানো কঠিন হয়ে পড়ে ফুল চাষিদের। ক্রমাগত বাড়তে থাকা রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের দাম, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার ও সেচের খরচ, জমিতে জমে থাকা আগাছা আর ফুল সংগ্রহের পর গাছের অবশিষ্টাংশ – সব মিলিয়ে অন্য সকল ফুল চাষিদের মতোই রেশমা খাতুনের (৩০) চোখে প্রতিনিয়ত নেমে আসত অনিশ্চয়তার ছায়া।

রেশমার কণ্ঠে আক্ষেপটা রয়ে গেছে, "বাপ-দাদার হাত ধরে শেখা পদ্ধতিতে ফুল চাষ করলেও লাভের টাকা ঘরে তোলা কঠিন ছিলো।" প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষ করতে গিয়ে ক্রমাগত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা শুধু খরচই বাড়ায়নি, নষ্ট করছিল রেশমার জমির মাটির গুণাগুণও। পোকামাকড় দমনে অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহারে ফুলের মান কমছিল। অনেক সময় ফুল বাজারে সঠিক দামও পেত না। পানির অপচয় ছিল আরেকটি বড় সমস্যা। অতিরিক্ত সেচে যেমন বিদ্যুৎ বিল বাড়ছিল, তেমনি চাপ বাড়ছিল ভূগর্ভস্থ পানির ওপর।

লোকসানের মাত্রা বাড়তে থাকায় দুই বিঘা জমিতে ফুল চাষ চালিয়ে যাওয়া রেশমার জন্য হয়ে উঠেছিল এক অসম লড়াই। পাঁচ সদস্যের পরিবার, শ্রমিকের মজুরি, আর মৌসুম শেষে অনিশ্চিত আয় – সব মিলিয়ে দুশ্চিন্তা যেন পিছু ছাড়ছিল না তার।

এ সংকটের মাঝেই আশার আলো হয়ে দেখা দেয় পিকেএসএফ-এর SMART প্রকল্প। একবুক আশা নিয়ে রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের সাথে যুক্ত হন রেশমা। শুরুতে কিছুটা সংশয় থাকলেও প্রশিক্ষণ নিয়ে বদলে যেতে থাকে তার প্রচলিত ধ্যান ধারণা। প্রকল্পের উদ্যোগে রেশমা প্রথম জানতে পারেন পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি (RECP) সম্পর্কে। প্রশিক্ষণ আর পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে কম খরচে, অপচয় কমিয়ে এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে আধুনিক পদ্ধতিতে ফুল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। প্রকল্পের আওতায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে শুরু হয় তার পরিবেশবান্ধব ফুল চাষের যাত্রা।

রেশমা নতুন উদ্যোমে শুরু করেন জৈব সার ও জৈব কীটনাশক ব্যবহার। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে তার ও শ্রমিকদের যে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হতো, তারও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। পাশাপাশি, পোকামাকড় দমনে রাসায়নিক স্প্রে নয়, বরং ব্যবহার করা শুরু করেন রঙিন ফাঁদ আর ফেরোমন ট্র্যাপ। এতে খরচ কমে, ফুলের মান ভালো হয় এবং ফুল বেশি দিন সতেজও থাকে। এছাড়া, আগের 'বন্যা সেচ' পদ্ধতি পরিহার করে তিনি হোস পাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ফুলের জমিতে সেচ দিতে থাকেন। এতে পানির অপচয় কমার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিলও কম আসে তার, কমে যায় ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা।

ফুল সংগ্রহের পর যে বর্জ্য আগে জমিতে জমে থাকত, সেটাই এখন প্রকল্পের পরামর্শে হয়ে উঠেছে এক নতুন শক্তি। ফুলের অবশিষ্টাংশ ও জৈব বর্জ্য থেকে তিনি এখন তৈরি করছেন জৈব সার। রেশমা বলেন, "আগে যেটা ফেলে দিতাম, এখন সেটাই আমার জমির খাবার। এ জৈব সার এখন মাটির পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।"

এই পরিবর্তনের ফল তিনি নিজ চোখেই প্রত্যক্ষ করেন। এক সময় যেখানে তার মৌসুমী আয় ছিল প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, সেখানে এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকায়। মাত্র এক বছরে রেশমার দুই বিঘা জমিতে আয় বেড়েছে ৫০ হাজার টাকা।

খামার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়নের জন্য রেশমা ক্রয় করেন একটি মিনি পাওয়ার টিলার। এতে শ্রমিক নির্ভরতা কমার সাথে সাথে কাজের গতিও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। হাস্যোজ্বল মুখে রেশমা বলেন, "চাষাবাদ ও নিড়ানির জন্য আগে আমার বেশি শ্রমিক লাগত। এখন একজন শ্রমিকের দ্বারাই যন্ত্রের মাধ্যমে চাষ ও নিড়ানির কাজ সম্ভব হচ্ছে।"

আজ হাড়িয়া গ্রামের সেই ফুলের মাঠ আর শুধু দুশ্চিন্তার ছবি নয়। সেখানে আছে পরিবর্তনের চিহ্ন। রেশমা নিজেই এখন অন্যদের শেখান পরিবেশবান্ধব ফুল চাষ পদ্ধতির বিষয়ে। তিনি পরিবেশ ক্লাবের সভায় যুক্ত করছেন আশপাশের মানুষদের। তার দেখানো পথ ধরে অন্য ফুল চাষিরাও নতুন করে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেছেন।

অতীতের লোকসান কাটিয়ে রেশমা আজ একজন সফল ফুল চাষি। তিনি প্রমাণ করেছেন সঠিক পরামর্শ, জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, সময়োপযোগী সহায়তা আর পরিবেশবান্ধব সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে একজন নারীর জীবন, একটি মাঠ, এমনকি একটি গ্রামের ভবিষ্যৎও।

বিকেলের নরম আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে ফুলের ক্ষেতে। বাতাসে দুলছে সারি সারি গাঁদা আর জারবেরা ফুল। রেশমা খাতুন দাঁড়িয়ে আছেন ফুল ক্ষেতের মাঝে। চোখে তার ক্লান্তি নেই, আছে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকা এক গভীর প্রত্যাশা। তিনি স্বপ্ন দেখেন একদিন আরো বৈচিত্র্যময় ফুল চাষ করবেন। তার ফুলের নিজস্ব ব্র্যান্ড উন্নয়ন হবে। অনলাইনে ফুল বিক্রি হবে আর সেই ফুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

রেশমা খাতুনের ফুলের ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কারে পাওয়ার উইডার-এর ব্যবহার

SMART প্রকল্পের আওতায় ২০,১৫৩ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে পরিবেশ বিপদাপন্নতা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে

পিকেএসএফ-এর SMART প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ বিপদাপন্নতা বিষয়ে জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা কৌশল আয়ত্ত, RECP-এর প্রয়োজনীয়তা এবং এ চর্চা শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে করণীয় সংক্রান্ত বিষয়ে ২০,১৫৩ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি, পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ডে উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করতে কমিউনিটিভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনের রূপান্তর করার কৌশল হিসেবে সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের জন্য ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ২৯৩টি পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ সকল ক্লাবের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, প্রকল্পের সহায়তায় ৪৯টি সহযোগী সংস্থায় Environment and Climate Change Unit (ECCU) গঠিত হয়েছে।

বিগত ১৩-২৩ অক্টোবর বিশ্বব্যাংক কর্তৃক Implementation Support Mission পরিচালনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক হতে SMART প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার Keisuke Iyadomi-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা, বগুড়া, জয়পুরহাট ও রংপুর জেলায় বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলটি মিশনের সমাপনী অধিবেশনে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি ব্যবসাগুচ্ছসমূহে RECP চর্চার কারণে সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে অতুলনীয় প্রভাব পড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে। এছাড়া, বিগত ২৩ অক্টোবর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক-এর সভাপতিত্বে প্রকল্পের ৯ম Project Steering Committee (PSC) সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক রয়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়।

বিগত ০২-০৬ নভেম্বর SMART প্রকল্পের আওতায় পাঁচ দিনব্যাপী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ২ জুলাই সভার উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান। সভায় SMART প্রকল্পের ৬১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৫১টি সহযোগী সংস্থার ১২২ জন কর্মকর্তাসহ SMART প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'জলবায়ু বিপদাপন্নতা, আরইসিপি এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র উদ্যোগে জলবায়ু-সহনশীল, সম্পদ-সাশ্রয়ী চর্চা রপ্তকরণের মাধ্যমে ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আগস্ট ২০২৩ হতে Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে এ সকল সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বর্তমানে ৫১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৬৬টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত উপ-প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ২৬,৪৫০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১২,০০০ জনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে SICIP-PKSF প্রকল্প

ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তরুণরা

দারিদ্র্য বিমোচন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে পিকেএসএফ ১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে অর্থ বিভাগের আওতাধীন SICIP প্রকল্পের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক মোট ১২,০০০ জনকে (৩০% নারী) ২৫টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২০টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আওতায় মোট ১,৯২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে নারী প্রশিক্ষণার্থী অন্তর্ভুক্তির হার প্রায় ৩০ শতাংশ।

এ পর্যন্ত ৮০০ প্রশিক্ষণার্থীর মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৯৭ প্রশিক্ষণার্থী সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন। সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৪৮ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং বাকিদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া চলমান। উল্লেখ্য, SICIP-PKSF প্রকল্পের আওতায় ব্যাচ সমাপ্ত হওয়ার পর আগামী তিন মাসের মধ্যে ন্যূনতম ৬৫% সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান করা হবে। সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ও SICIP-PKSF- এর মুখ্য সমন্বয়কারী মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

‘জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি’

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের কারণে প্রতি বছর প্রায় তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, যা গড়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ১-২ শতাংশের সমান। এমন বাস্তবতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগসহ সকল ধরনের অভিঘাত মোকাবিলায় সরকারের নীতি ও কৌশলগত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নে বর্ধিত প্রবেশগম্যতা জরুরি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ‘জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়ন’ শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত বক্তারা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-এ ১৮ ডিসেম্বর আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, যা দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ১০ শতাংশ।

তিনি আরও বলেন, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নির্দেশিকা এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে প্রবেশগম্যতা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তারা আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও অভিঘাত মোকাবিলায় জলবায়ু-সংবেদনশীল নীতি ও কৌশল প্রণয়নে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ‘জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থায়ন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সরকারি কর্মকর্তাদের এ সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন GCF-Readiness-2 প্রকল্পের আওতায় ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ছয়টি ব্যাচে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৫০ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৫টি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়তা দিচ্ছে পিকেএসএফ

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং দেশের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান ও ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিনিধি।

GCF Readiness Project-2-এর আওতায় তিন বছর মেয়াদি এ চুক্তির অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থায়িত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর দেয়া হবে। GCF-RHL প্রকল্পের উপকূলীয় অঞ্চল এবং ECCCP-Drought প্রকল্পের বরেন্দ্র অঞ্চলে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ জন করে মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হবে যারা ভবিষ্যতে নিজ প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন। এছাড়া, এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের নিয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন

‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ-এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় গত ৩ ডিসেম্বর কর্মএলাকায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। কর্মএলাকায় সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়। এছাড়া, দিবসটিকে কেন্দ্র করে র‍্যালি, হুইলচেয়ার বিতরণ কার্যক্রম, এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অংশ নেন। এসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত অতিদরিদ্র পরিবারে ৮ হাজারেরও বেশি প্রতিবন্ধী সদস্য চিহ্নিত করে চাহিদাভিত্তিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মৎস্য, শস্য, ও প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে পলিসি ডায়ালগ

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে বিগত ১৯, ২৩ ও ২৭ নভেম্বর যথাক্রমে 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের নীতিগত ঘাটতি দূরীকরণ', 'বাংলাদেশে ফসলের উৎপাদন হ্রাস না করে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশবান্ধব জৈব কৃষিতে রূপান্তর' এবং 'বাংলাদেশে টেকসই প্রাণিসম্পদ খাত সম্প্রসারণে গুড অ্যাগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসেস বাস্তবায়ন' শীর্ষক পলিসি ডায়ালগ পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের পলিসি ডায়ালগগুলোতে সভাপতিত্ব করেন। মৎস্য, শস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিদ্যমান সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে পলিসি ডায়ালগে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মৎস্য খাত বিষয়ক পলিসি ডায়ালগে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মোঃ আবদুর রউফ। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত রেডি-টু-কুক/ইট মৎস্যপণ্য ও স্ট্রিট ফুড বিপণন এবং মৎস্যজাত পণ্যের মানদণ্ড প্রণয়নে সরকার পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে মৎস্য খাতের ঘাটতি দূরীকরণে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নওশাদ আলম। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের মানোন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব মানদণ্ড নির্ধারণ, রেডি-টু-কুক/ইট মৎস্যপণ্য এবং স্ট্রিট ফুড ব্যবসা সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি।

শস্য খাত বিষয়ে আয়োজিত পলিসি ডায়ালগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এস এম সোহরাব উদ্দিন বলেন, কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদি টেকসহিতা নিশ্চিত করতে জৈব কৃষি পদ্ধতির বিকল্প নেই।

জৈব কৃষি সম্প্রসারণে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. শেখ তানভীর হোসেন। তিনি বলেন, জাতীয় কৃষি নীতি পুনর্বিবেচনা, নীতিগত দ্বৈততা দূরীকরণ এবং জৈব কৃষি সম্প্রসারণে নীতি কাঠামো প্রণয়নের সুপারিশ এবং জৈব সার উৎপাদনে বৃহত্তর বিনিয়োগে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি, প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আলোচনায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ শরিফুল হক জানান, দেশের উপযোগী মানদণ্ড তৈরিসহ যথাযথ সনদায়নের ব্যবস্থা করলে প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়োজিত খামারিদের উপকার হবে।

পাশাপাশি, প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে উত্তম কৃষি চর্চা সম্প্রসারণে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. আহসান কবির। বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য 'বাংলাদেশ গুড অ্যাগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসেস ফর লাইভস্টক' নীতি প্রণয়ন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এছাড়া, পলিসি ডায়ালগে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও আরএমটিপি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ হাবিবুর রহমান, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ, এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট খাতে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈচিত্র্যময় দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে
সফলতার গল্প গড়ছেন গ্রামীণ নারীরা

জৈব কৃষির অনুশীলন ও পরিবেশবান্ধব
সোলার সেচ ব্যবস্থা

প্রক্রিয়াজাতকৃত রেডি-টু-ইট মৎস্যপণ্য
উৎপাদনের মাধ্যমে আয় বাড়াচ্ছেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা

‘তরুণরাই হতে পারে টেকসই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি’

মোঃ আজাদুল কবির আরজু
নির্বাহী পরিচালক, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ)

মোঃ আজাদুল কবির আরজু’র নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সুপরিচিত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ‘জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ)’ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত প্রায় ৫০ বছর যাবৎ তিনি প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ‘জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন’ ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। বর্তমানে সংস্থাটি ৩৬৯ উপজেলায় ৮৪১টি শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংস্থার কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ। ‘পিকেএসএফ পরিক্রমা’র জন্য মোঃ আজাদুল কবির আরজু’র সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণে সহায়তা করেছেন জেসিএফ-এর ডিরেক্টর মোঃ আজিজুল হক এবং সিনিয়র ম্যানেজার মোঃ ইমতিয়াজ হায়দার।

পিকেএসএফ: জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ) প্রতিষ্ঠার পেছনে আপনার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। চারদিকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের করাল গ্রাস। ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। আমি এবং যশোর অঞ্চলে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়া আমার মতই কিছু তরুণ মুক্তিযোদ্ধা দেশে চলমান সমস্যার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে ‘জাগরণী চক্র’ নামে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি।

পিকেএসএফ: বিগত ৫০ বছরে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেসিএফ কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এবং তা কীভাবে মোকাবিলা করেছে?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: শুরুতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মানুষের আস্থা অর্জন। বিশেষ করে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা। তখন আর্থিক পুঁজিরও অভাব ছিল। সামাজিক রক্ষণশীলতা, বিশেষ করে নারীদের বাইরে নিয়ে আসা বা যৌনকর্মীদের সন্তানদের নিয়ে কাজ করতে গিয়েও নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

পিকেএসএফ: দরিদ্র মানুষের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে আপনারা কি বিশেষ কোনো দর্শন অনুসরণ করেন?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: আমাদের দর্শন সহজ কিন্তু গভীর। আর তা হলো মানুষের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। আমাদের কাজ হলো দরিদ্র মানুষের সুপ্ত ক্ষমতাকে চিহ্নিত ও বিকশিত করতে সাহায্য করা, তাদের হাতে আলোকবর্তিকা উঠিয়ে দেওয়া। আমরা দান করতে চাই না, আমরা ক্ষমতায়ন করতে চাই।

পিকেএসএফ: মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনারা পিকেএসএফ-এর নিকট থেকে কী ধরনের সহযোগিতা পেয়ে থাকেন?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের তহবিল সংকট ছিল। সে সময় পিকেএসএফ থেকে পাওয়া আর্থিক সহায়তা আমাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরুর ভিত্তি তৈরি করে। শুধু নিয়মিত ঋণ তহবিলই নয়, বিভিন্ন বিশেষ প্রকল্প (যেমন জলবায়ু সহিষ্ণুতা, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, কৃষি বিপণন) বাস্তবায়নের জন্য জেসিএফ-কে পিকেএসএফ অনুদান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ আমাদের কর্মীদের নিয়মিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ, এবং সংস্থার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাদের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান আমাদের কাজের গুণমান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি, পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করার মাধ্যমে আমরা শিখেছি কীভাবে কার্যকর ও স্বচ্ছভাবে বড় আকারের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয়।

পিকেএসএফ: জেসিএফ বর্তমানে কী কী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: মানুষের সমস্যা বহুমুখী। আমাদের কার্যক্রমও বহুমাত্রিক। আমাদের কার্যক্রমের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো সহনশীল জীবিকায়ন ও কৃষি, শিক্ষা, ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ, মানবাধিকার ও সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক ব্যবসা ইত্যাদি।

পিকেএসএফ: জেসিএফ-এর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কী ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: আমাদের কর্মএলাকায় দীর্ঘ পাঁচ দশকের কাজের প্রভাব বর্তমানে সুস্পষ্ট। এক সময় যাদের ‘অস্পৃশ্য’ বলে গণ্য করা হতো, আজ তারা সম্মানের সাথে সমাজের মূলধারায় অংশ। তেতাল্লিশ হাজারের বেশি অতিদরিদ্র নারী আজ স্বাবলম্বী। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হয়ে আয় করছেন। পতিতালয়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের পুনর্বাসন করে সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসা হয়েছে। কেবল আর্থিক সচ্ছলতাই নয়, মানুষের আত্মবিশ্বাস, সামাজিক মর্যাদা এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে জীবনমানের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

পিকেএসএফ: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সুদের হার বেশি, এনজিওগুলো মানুষকে শোষণ করে - এ ধরনের অভিযোগের বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: এ অভিযোগ অর্ধসত্য বা অজ্ঞতাপ্রসূত। আমাদের ঋণ কার্যক্রমের সুদের হার ব্যাংকের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ খাতের সুদের তুলনায় যুক্তিসঙ্গত। আমরা জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করি। আমাদের কর্মীরা দূরদূরান্তের গ্রামে গিয়ে সেবা পৌঁছে দেয়, ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঋণগ্রহীতার কার্যক্রম নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে। সফলভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ সকল ব্যয় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সুদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

পিকেএসএফ: জেসিএফ-এর আগামী পাঁচ বছরের জন্য কি বিশেষ কোনো পরিকল্পনা আছে?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: জেসিএফ সবসময়ই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করে। আগামী পাঁচ বছরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে সকল কার্যক্রম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা; সৌরশক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চাকে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা; সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিদ্যমান শেল্টার হোম ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে আধুনিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা; ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরি; সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা; এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো।

পিকেএসএফ: বর্তমান সময়ে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তরুণদের ভূমিকা কীভাবে দেখতে পান?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: বর্তমান প্রজন্মের তরুণরা প্রযুক্তি, তথ্য ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অনেক এগিয়ে। তারা দ্রুত শেখে, নতুন ধারণা গ্রহণ করে এবং উদ্ভাবনী পথ সৃষ্টি করতে পারে। আমি মনে করি, সঠিক দিকনির্দেশনা ও সুযোগ দেওয়া হলে তরুণরাই হতে পারে টেকসই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি।

পিকেএসএফ: আপনার চিন্তার জগৎকে প্রভাবিত করেছিল এমন কোনো ঘটনা কি মনে পড়ে?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: শৈশবে মানসিক প্রতিবন্ধী একজন নারীর প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখে আমার হৃদয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি দায়বদ্ধতা জন্ম নেয়। স্বাধীনতার পর একদিন একটি চায়ের দোকানে মেথর সম্প্রদায়ের একজন মানুষকে আলাদা পাত্রে চা দেওয়ার দৃশ্য দেখে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। ১৯৮১ সালে এক যৌনকর্মী তার নবজাতক শিশুকে চুমু খেয়ে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, পিতার পরিচয় না জানলেও এ সন্তান আমাকে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ সুখই দিয়েছে। এ ঘটনাগুলোই আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে যে, প্রকৃত উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক মুক্তি নয়, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের মুক্তি।

পিকেএসএফ: আমরা শুনেছি আপনি মরণোত্তর দেহ দান করেছেন। ঠিক কী বিবেচনায় আপনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত হলেন?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: সারা জীবন মানুষের সেবায় কাটালাম। এ নশ্বর দেহ মৃত্যুর পর মাটিতে পঁচে যাওয়ার চেয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও জ্ঞানার্জনে কাজে লাগবে এমন নিঃস্বার্থ চিন্তা থেকেই মরণোত্তর দেহদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পিকেএসএফ: উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য আপনার কী পরামর্শ আছে?

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: সকল উন্নয়ন কর্মীকেই আমি সহকর্মী ভাবি। তাদের বলবো, আপনার কর্মকে কেবল চাকরি নয়, একটি ব্রত হিসেবে ভাবুন। দরিদ্র মানুষের সাথে সম্মানজনক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলুন, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিন। নতুন প্রযুক্তি, উন্নয়ন কৌশল ও বৈশ্বিক চর্চা সম্পর্কে নিজেকে হালনাগাদ রাখুন। সরাসরি মানুষের সংস্পর্শে থাকুন। একা সবকিছু করা যায় না; নেটওয়ার্ক গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন, আপনার ছোট্ট একটি নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ একটি পরিবারের অন্ধকার দূর করতে পারে।

পুরো সাক্ষাৎকারটি পড়তে স্ক্যান করুন

পিকেএসএফ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

মোঃ আজাদুল কবির আরজু: আপনাকেও ধন্যবাদ। এ সুযোগ দেওয়ার জন্য *পিকেএসএফ পরিক্রমা*-কে ধন্যবাদ।

[সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের আগেই গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে মোঃ আজাদুল কবির আরজু মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে পিকেএসএফ পরিবার গভীর শোক প্রকাশ করছে।]

উপকূলের ৩,০০০ পরিবারের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ঘর নির্মাণ করছে পিকেএসএফ

ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় নির্মিত কয়েকটি জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বাড়ি

পিকেএসএফ-এর RHL প্রকল্প উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস এবং টেকসই ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতের লক্ষ্যে তিন হাজার পরিবারের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটা নির্মাণ করছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারগুলোর বেশিরভাগই মাটি, বাঁশ এবং গোলপাতা দিয়ে ঘর নির্মাণ করে, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বল্প আয়, জমির অভাব ইত্যাদি অনিশ্চয়তায় পরিবারগুলো বছরের পর বছর একই ঝুঁকিপূর্ণ ঘর মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা আটকে যায় দারিদ্র্য এবং ঋণের দুষ্টচক্রে।

RHL প্রকল্পের জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বসতভিটা উপকূলীয় পরিবারকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদি মেরামতের খরচ কমায়। প্রকল্পটির আওতায় ইতিমধ্যে ১,৬২৪টি বসতভিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১,৫০৮টি ঘর সদস্যদের হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে তারা পরিবারসহ বসবাস করছেন। এ সকল বসতভিটায় প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটা উঁচুকরণ, ঘর নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সৌরবিদ্যুৎ এবং উন্নত চুলা প্রদান করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর অর্থায়নে ১৭ আগস্ট ২০২৩ থেকে উপকূলীয় সাতটি জেলায় পিকেএসএফ পাঁচ বছর মেয়াদি 'Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে অর্ধ লক্ষ মানুষের সারা বছরের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করেছে ECCCP-Drought প্রকল্প

পিকেএসএফ-এর ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় চলতি বছরে দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রায় ৫০ হাজার মানুষের সারা বছরের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সময়ে এ অঞ্চলের ৭০টি পুকুর এবং ২৫ কি.মি. খাল পুনর্খনন করা হয়। ৫৫৮টি ছাদভিত্তিক ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ (MAR) ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রায় ৬,৫০০ প্রান্তিক কৃষককে খরা-সহিষ্ণু জাতের ফল ও ফসল চাষে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে, বোরো মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ দেয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

বিগত ২২ অক্টোবর পিকেএসএফ ভবনে ECCCP-Drought প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত 'প্রতিশ্রুতিপত্র চুক্তি স্বাক্ষর, ২০২৫ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা' শীর্ষক সভায় এ তথ্য জানানো হয়। পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। সভাটিতে ECCCP-Drought প্রকল্পের সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, প্রকল্পের ফোকাল পার্সন এবং প্রকল্প সমন্বয়কারীগণ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ECCCP-Drought প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সভায় ১৮টি সহযোগী সংস্থার প্রতিটির সাথে অনুদান বাজেটের আওতায় একটি 'অনুদান চুক্তি' স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর ECCCP-Drought প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খরা-পীড়িত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় সহনশীলতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জেগুলোর মধ্যে খরা অন্যতম। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে নেমে যাওয়ায় এ অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। বিশেষ করে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলার অধিকাংশ এলাকতেই এ সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের নদীগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া এবং ভূ-প্রাকৃতিক কারণে এ অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পুনর্ভরণ ব্যাহত হচ্ছে। অপরদিকে এ অঞ্চলের বৃষ্টিপাত জাতীয় গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় প্রায় অর্ধেক এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার জাতীয় পর্যায়ের প্রায় আড়াইগুণ বেশি। এ অঞ্চলের ভূমিরূপ সিঁড়ির ন্যায় ঢাল বিশিষ্ট হওয়ায় বৃষ্টির পানি খাল ও নদীর মাধ্যমে দ্রুত অন্যত্র চলে যায়। এঁটেল মাটি হওয়ার কারণে তা বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে পারে না, ফলে ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত পানি ভূগর্ভ হতে উত্তোলন করতে হয়।

বরেন্দ্র অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে কেবল গভীর নলকূপের মাধ্যমেই পানি তোলা সম্ভব হয়, যা মানুষের পানীয় জলের চাহিদা মেটাতেও অপর্যাপ্ত। এছাড়া, ব্যবহারযোগ্য উপরের দিকের ভূগর্ভস্থ স্তর থেকে সেচ কাজের জন্য অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলেও পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলার ১৪টি উপজেলার নির্বাচিত ইউনিয়নগুলোতে ছাদভিত্তিক 'ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ (MAR)' বা ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ৫৫৮টি MAR ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ইতিমধ্যে বৃষ্টির পানি ভূগর্ভস্থ অগভীর স্তরে (shallow aquifers) প্রবেশের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনর্ভরণ শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের বর্ষা মৌসুমে প্রায় ১.১২ লক্ষ বর্গমিটার ছাদের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে কৃত্রিম উপায়ে ৪৫ লক্ষ লিটার পানি প্রবেশ করানো হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে -- (১) ছাদে পানি সংগ্রহ (২) ফিল্ট্রেশন চেম্বারে পানি পরিশোধন, (৩) পানি রিচার্জ বা পানি পুনর্ভরণ এবং (৪) ভূগর্ভস্থ স্তরে পানি সঞ্চয়।

ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ (MAR) বা ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ ব্যবস্থা

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫
স্বর্ণপদক পেল পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হীড বাংলাদেশ

'দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি' প্রতিপাদ্য নিয়ে উদ্‌যাপিত জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫-এ 'প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা' ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক পেয়েছে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হীড বাংলাদেশ। বিগত ২৬ নভেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এ পদক হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ আয়োজনে একই ক্যাটাগরিতে রৌপ্যপদক পেয়েছে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এবং ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে মমতা। দু'টি প্রতিষ্ঠানই পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা।

এছাড়া, 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশের মৎস্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় পিকেএসএফ-এর মৎস্য কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ১৯টি সহযোগী সংস্থার ২৭ জন মাছ চাষি জেলা/উপজেলা পর্যায়ে 'সেরা মাছ চাষি' হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন এবং ৫টি সহযোগী সংস্থা মৎস্যখাতে কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান' হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ইএসডিও, জাকস ফাউন্ডেশন, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন, দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা।

উল্লেখ্য, কৃষিখাতের আওতায় পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমভুক্ত ৫ জন সদস্য এগ্রিকালচারালি ইমপর্টেন্ট পার্সন (এআইপি) সম্মাননা, ১৫ জন আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য সম্মাননা, ২ জন তরুণ অন্যান্য সম্মাননা পেয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৪ অক্টোবর পিকেএসএফ ভবন-১-এ 'বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও চ্যালেঞ্জ: বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি খাতে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ খাতে উপযুক্ত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও যান্ত্রিকীকরণের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রাণিসম্পদের খাদ্য উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে বাণিজ্যিকভাবে উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ঘাসের জাত এবং সাইলেজের মতো বিভিন্ন ফার্মেন্টেড খাদ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন দুগ্ধ ও মাংসজাত ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও বিপণন এবং টেকসই ব্যবসা মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে হবে।

প্রাণিসম্পদের খাদ্য খরচ কমাতে যুগোপযোগী, টেকসই ও উদ্ভাবন নির্ভর সমাধান এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর কৌশল ও করণীয় বিষয়ে সভায় বিশদ আলোচনা হয়। পিকেএসএফ ভবিষ্যতে মহিষ এবং পোল্ট্রি খাতের ক্লাস্টারভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে স্থানীয় উদ্ভাবনী পন্থায় তা সমাধানে কাজ করবে বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এগ্রো-ইকোলজিক্যাল ফার্মিংয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নিরাপদ কৃষির প্রসারে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এগ্রো-ইকোলজিক্যাল ফার্মিংয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। গত ৯ ডিসেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের বাজেট অবহিতকরণ ও কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক এক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, রাসায়নিক দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মাটির জীবনীশক্তিকে ক্রমাগত ক্ষয় করে চলেছে। এর ফলে মাটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে মাটি, পানি, পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যে। এ থেকে উত্তরণের সবচেয়ে টেকসই ও কার্যকর পথ হলো এগ্রো-ইকোলজিক্যাল ফার্মিং। এ পদ্ধতির মাধ্যমে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের খরচের চেয়ে কম খরচে উৎপাদন নিশ্চিত করে কৃষকরা অধিকতর লাভবান হচ্ছেন।

এ কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহীসহ পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ।

জৈব সার ও বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করছেন টাঙ্গাইলের আনারস চাষীরা

'Behavioral Science & Mindset' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তব চাহিদার আলোকে প্রণীত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি) কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। পিটিসি বর্তমানে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক মোট ১৭টি মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। পাশাপাশি, পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে পিটিসি।

সহযোগী সংস্থার জনবলের প্রশিক্ষণ: সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদার নিরিখে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১২টি ব্যাচে ১০টি কোর্সের আওতায় ২৭১ জন উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই সময়ে 'Behavioral Nudge in MFIs' এবং 'AI in Integrated Training Program (AITP)' শীর্ষক দু'টি নতুন কোর্স বাস্তবায়ন শুরু করা হয়।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত ১৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ১০টি কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর মোট ১২৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে RAISE প্রকল্পের অর্থায়নে ২৫ জন কর্মকর্তাকে 'Behavioral Science & Mindset' এবং ২৪ জন কর্মকর্তাকে 'Financial Management Course (FMC)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট চার জন কর্মকর্তা ব্রাজিল, ফ্রান্স ও ভুটানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মশালা/সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার RAISE, GCF-RHL, ECCCP-Drought এবং GCF-Readiness-2 প্রকল্পের আওতায় ১২টি ব্যাচে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও সহযোগী সংস্থার ৩০৯ জন কর্মকর্তা ও সদস্যকে ৫টি ট্রেনিং কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর মধ্যে ছিল Training of Trainers (ToT), Financial Management, Program Orientation, Public Procurement Rules (PPR) এবং Climate Change & Climate Finance ইত্যাদি।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম: পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP)-এর এক জন এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির এক জন শিক্ষার্থীসহ মোট তিন জন শিক্ষার্থী অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

ভুটানে অনুষ্ঠিত 'Enhancing Climate Actions in the Hindu Kush Himalaya: Readiness and Access to Climate Finance' শীর্ষক রিজিওনাল কনসালটেশনে অংশ নেওয়া অন্যান্যদের সাথে পিকেএসএফ প্রতিনিধি

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ৭৪,৮৮২.১০ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৬১,০৩২.৪৩ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১৩,৮৪৯.৬৭ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ৯,৬৪,৯৪৮.৮২ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৮,৭৪,২৭৭.৩৬ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ৯০,৬৭১.৪৫ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থার নিকট সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি ৩৭,৩৯৫.১৩ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি: অক্টোবর ২০২৫ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৩,৮৪৯.৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ১০,১৮৩.৭৮ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৭৩.৫৩% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৩,৬৬৫.৮৯ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ২৬.৪৭%।

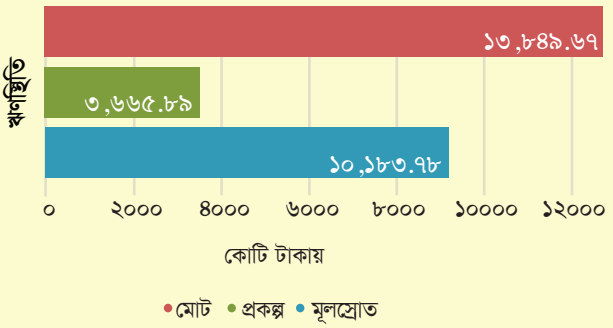

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার ঋণস্থিতি: অক্টোবর ২০২৫ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৯০,৬৭১.৪৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৭৯,০৩০.৮৪ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৮৭.১৬% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণস্থিতি ১১,৬৪০.৬১ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ১২.৮৪%।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

অক্টোবর ২০২৫ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৩,৮৪৯.৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৬,৬০৪.৭৩ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৪,১৩৪.৬৫ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৬১১.৯৯ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৮৮২.২১ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪২২.০৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১,১৯৪.০৬ কোটি টাকা।

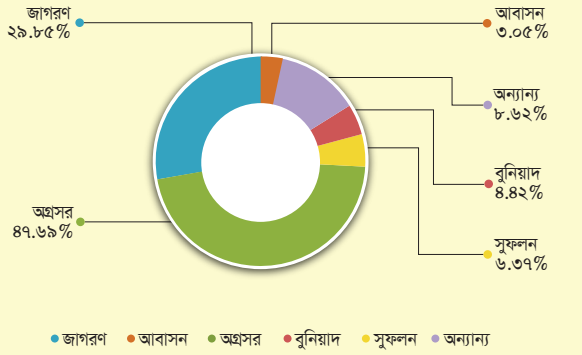

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

অক্টোবর ২০২৫ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৯০,৬৭১.৪৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৪৪,৫৫৩.১৮ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ২৯,৪০১.৪৬ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৮১২.৫২ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৫,৫৮০.০৩ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪৬৬.৮৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ৯,৮৫৭.৪১ কোটি টাকা।

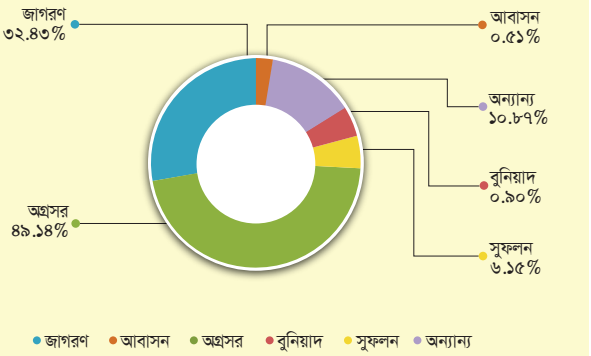

সহযোগী সংস্থার সদস্য ও ঋণগ্রহীতা: অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ২.১৩ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৯৯ কোটি, যা মোট সদস্যের ৯৩.২২%। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৬৩ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৫৩ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৯৩.৮৭%।

ঋণ আদায় হার: পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার যথাক্রমে ৯৯.৮৪% এবং ৯৯.০৮%।

অ-আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য: পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি নানাবিধ অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, যা পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন প্রকল্প হতে সংস্থান করা হয়। অ-আর্থিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, প্রশিক্ষণ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বন্যা ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষে সহায়তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

‘হস্তশিল্পের বৈশ্বিক বাজার বিলিয়ন ডলার; রপ্তানি বৃদ্ধিতে নীতি, কৌশলগত পদক্ষেপ জরুরি’

পিকেএসএফ আয়োজিত কর্মশালায় বক্তাদের অভিমত

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প খাতকে একটি সুসংগঠিত, রপ্তানিমুখী ও টেকসই শিল্পে রূপান্তর করতে হলে অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা, দক্ষ জনবল সংকট, কাঁচামালের খরচ বৃদ্ধি, উৎপাদন অবকাঠামোর ঘাটতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডিং দুর্বলতার মতো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে হবে। হস্তশিল্পের উন্নয়ন, রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়ে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে ১ ডিসেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ ‘বাংলাদেশের হস্তশিল্পের বিকাশে করণীয়’ শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তারা এ কথা বলেন। অংশগ্রহণকারীরা বলেন, শত শত কোটি টাকার দেশীয় বাজার ও বিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক বাজার থাকা সত্ত্বেও সরকারি-বেসরকারি পরিকল্পনা, গবেষণা, ডিজাইন উন্নয়ন এবং নীতিগত সহায়তা ছাড়া এ খাতের সম্ভাবনাকে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এর জন্য বক্তারা সহজ শর্তে অর্থায়ন, বাজার সম্প্রসারণ, ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস, নকশা কেন্দ্র স্থাপন, প্রশিক্ষণ ও রপ্তানি প্রচারণা জোরদারের সুপারিশ করেন।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের সভাপতিত্ব করেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। হস্তশিল্পের বর্তমান অবস্থা, বাজার সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও উন্নয়ন কৌশল বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ হাবিবুর রহমান। উপস্থাপনায় বলা হয়, হস্তশিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও দ্রুত সম্ভাবনাময় খাত। দেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার কারিগর রয়েছে। এদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ নারী, যারা প্রত্যক্ষভাবে এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। উৎপাদনের ৯৫.৮ শতাংশই সম্পূর্ণ গৃহভিত্তিক, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, সহজ শর্তে অর্থায়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং রপ্তানি সহজীকরণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে এ খাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ জন্য তিনি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্বে এ খাতকে আরও সংগঠিত, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিল্পে রূপান্তর করার জন্য আহ্বান জানান।

কর্মশালায় জানানো হয় যে বাংলাদেশে হস্তশিল্পের স্থানীয় বাজারের বার্ষিক আকার প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০২৪ সালে বৈশ্বিক হস্তশিল্পের বাজার ছিলো ১,১০৭.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে বিশাল এ বাজারে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এক শতাংশেরও কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২৯.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের হস্তশিল্প রপ্তানি করেছে। বক্তারা জানান, বৈশ্বিক বাজার প্রতিবছর প্রায় ২০ শতাংশ হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে বাজারের আকার ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বক্তারা বলেন, নকশিকাঁথা, মাটির তৈরি পণ্য, বাঁশ-বেত, জামদানি, পাটজাত পণ্য, টেরাকোটাসহ দেশীয় হস্তশিল্প পণ্যের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। দেশীয় কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদিত এসব পণ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সম্ভব হয় বলেও কর্মশালায় জানানো হয় । বক্তারা এ খাতের উন্নয়নের জন্য সাপ্লাই চেইন শক্তিশালীকরণ, কারুশিল্প গ্রাম উন্নয়ন, অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি, হস্তশিল্প-সম্পর্কিত কারিগর ও কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, হস্তশিল্প ম্যাপিং, ভর্তুকি/প্রণোদনা, হস্তশিল্পের রপ্তানি উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মান ও সার্টিফিকেশন জোরদার, ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস ও ই-কমার্স উন্নয়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

পাটজাত পণ্য তৈরি করছেন একজন নারী

বুকপোস্ট

উপদেশক : মোঃ মশিয়ার রহমান

নির্বাহী সম্পাদক : সুহাস শংকর চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী : সাবরীনা সুলতানা
এইচ. এম. শাহারিয়ার

অঙ্গসজ্জা : রাকিব মাহমুদ